[redacted]

[redacted]

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আনোয়ার হোসেনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।

অভিযোগের বিষয়ে জামায়াতের স্থানীয় নেতাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বক্তব্য পাওয়া গেলে তা প্রকাশ করা হবে।

গাংনীতে ধান মাড়াইকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, যুবক আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামে ধান মাড়াইকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় জয় (২২) নামে এক যুবক আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত জয় যুগিন্দা গ্রামের জাহিদুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে একই গ্রামের মোকলেসুর রহমানের ছেলে আলমগীর ও জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ধান মাড়াইকে কেন্দ্র করে জয়ের বাকবিতণ্ডা হয়। ওই ঘটনার জের ধরে বুধবার সন্ধ্যায় ধান মাড়াই শেষে বাড়ি ফেরার পথে জয়কে ধারালো দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে আহত করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় জয়কে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আহত জয় অভিযোগ করে বলেন, ধান মাড়াইয়ের মেশিন আনতে মাঠে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় তার কাছে থাকা প্রায় ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. মাহবুবুর রহমান নয়ন জানান, গুরুতর আহত অবস্থায় জয়কে হাসপাতালে আনা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মারামারি: আহত ৫ জন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয় এবং তার একপর্যায়ে বাজার কমিটি অফিস ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন- দর্শনা পুরাতন বাজারের মৃত গনি মিয়ার ছেলে মাংশ দোকানী মোঃ কালু মিয়া (৩৫), আজিমপুরের মৃত বাবু মিয়ার ছেলে রয়েল এক্সপ্রেস পরিবহনের হেলপার মোঃ আসলাম হোসেন (৩০), সুপারভাইজার ও মটর শ্রমিকের নেতা জাকির হোসেন (৪৬), রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির মেম্বর শরীফ মেম্বর সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়।

জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে মনোরঞ্জন মার্কেটের সামনে পরিবহন বাস ঘোরানোর সময় সেখানে থাকা রেল বাজারের কালু কশাই এর দোকানের সুজন নামের একজনের সাথে রাস্তা থেকে ভ্যান সরানো নিয়ে তর্ক বির্তক সৃষ্টি হয় পরিবহনের আসলামের সাথে এবং তারই একপর্যায়ে আসলামকে মারধর করে সুজন। পরে স্থানীয়রা মারামারি থামিয়ে দেয়। তবে এ ঘটনায় পরিবহনের আসলাম বেশ অনেকটাই আহত হয়।

এরপর বিষয়টি সমাধানের জন্য মটর শ্রমিক ও রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির মধ্যে আলোচনা হয় এবং শুক্রবার বিকাল ৩ টায় রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ে দুই পক্ষ নিয়ে বসা হয়। সমাধানের

এক পর্যায়ে মটর শ্রমিকের পক্ষে একজন বহিরাগত দোকান মালিক সমিতির মেম্বরের সাথে উচ্চস্বরে রাগান্বিত হয়ে কথা বলার একপর্যায়ে অফিসের চেয়ার তুলে মারামারি হট্টগোল শুরু হয়ে যায় দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ের মধ্যে।

এ ঘটনায় অফিসের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করা হয় এবং সেখান থেকে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের অভিযোগও করা হয় মটর শ্রমিকের লোকজনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এ ঘটনায় রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির পক্ষ থেকে আল্টিমেটাম দেওয়া হয় দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় না আনা হলে রেল বাজারের সকল দোকান বন্ধ করে রাখার হুশিয়ারী দেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। আর এ ঘটনায় দুই পক্ষ থেকে দুইটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। আমাদের পুলিশ ফোর্স টহলে আছে এবং আইনী বিষয়ে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে আছে।

আলমডাঙ্গায় জমির বিরোধকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলা, আহত ৬

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে জমিজমা বিরোধকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু হালদার পরিবারে উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে দখল নিয়ে দু’পক্ষের কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে ফরিদপুর গ্রামের টুনু কর্মকারের কাছ থেকে বসতভিটাসহ ৪ শতক জমি ক্রয় করেন একই গ্রামের মৃত পঞ্চানন্দ হালদারের ছেলে অরবিন্দ হালদার। একই সময়ে সুজিত

কর্মকারের কাছ থেকে বসতভিটাসহ আরও ৪ শতক জমি কেনেন দবির আলি ও তার ছেলেরা।

অভিযোগ রয়েছে, অরবিন্দ হালদারের কেনা ৪ শতক জমি জোরপূর্বক ভোগদখল করে আসছে দবির আলির ছেলেরা। শুক্রবার অরবিন্দ ও তার দুই ছেলে দিপু ও অপু জমির দখল ছাড়ার কথা বলতে গেলে দবির আলি, তার ছেলে মোমিন আলি, কারিবুল ইসলাম, আলি কদর, খয়বার আলি, হুমায়ুন আলি, মৃত তোফায়েল আলির ছেলে রেজা খান, তুষার আলিসহ আরও অনেকে তাদের উপর হামলা চালায়।

হামলায় অরবিন্দ হালদার, তার স্ত্রী, ছেলে রাজু হালদার, অপু হালদার, অরবিন্দের ভাই চঞ্চল হালদার ও তার স্ত্রী আহত হন। এসময় গ্রামের লোকজন হামলার দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যায়। ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

হামলার বিষয়ে বেলা আড়াইটার দিকে আলমডাঙ্গা থানায় যোগাযোগ করে ভুক্তভোগী অরবিন্দ হালদার। এ বিষয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, “ভুক্তভোগীদের কয়েকজন থানায় এসেছে। তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

দর্শনায় বিলবোর্ড ভাঙাকে কেন্দ্র করে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১০

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার কামারপাড়া গ্রামে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীর বিলবোর্ড ভাঙাকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের মোট ১০ জন আহত হয়েছেন। ঘটনার পর উভয় পক্ষই দর্শনা থানায়

পাল্টাপাল্টি অভিযোগ দায়ের করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে বিএনপি ও জামায়াত নেতারা থানায় পৃথক অভিযোগ করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার গভীর রাতে ধানের শীষের প্রার্থীর একটি বিলবোর্ড ভেঙে জামায়াত নেতা খাজার চায়ের দোকানের পাশে গর্তে ফেলে দেয় অজ্ঞাত ব্যক্তিরা। মঙ্গলবার সকালে বিএনপি নেতাকর্মীরা ঘটনার জন্য জামায়াত নেতা খাজাকে দায়ী করলে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে।

পরবর্তীতে বিষয়টির মীমাংসার জন্য বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় এক মোড়ে দুই পক্ষই সমবেত হয়। একপর্যায়ে সেখানে তর্কাতর্কি থেকে সংঘর্ষে রূপ নেয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

এই ঘটনায় বিএনপি নেতা আজিজুল ইসলাম বাদী হয়ে ১১ জনের নাম উল্লেখ করে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন। কিছুক্ষণ পর জামায়াত নেতা খাজাও ৮ জনকে আসামি করে আরেকটি অভিযোগ দাখিল করেন।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) সুলতান মাহমুদ বলেন, উভয় পক্ষের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় ফারায়েজ সম্পত্তি ক্রয়কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, প্রতারণার অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামে ফারায়েজ সম্পত্তি ক্রয়কে কেন্দ্র করে মারধর ও প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল রবিবার সকাল ১১টার দিকে ভুক্তভোগী মিঠু আলী ও তাঁর চাচাতো ভাই সৌখিন স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। তাঁরা বলেন, বেলগাছি ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দুই ভাই নজরুল ইসলাম ও ওহিদুল ইসলাম এবং তাঁদের চার বোন রাবিয়া খাতুন, বেগম, সোনাভানু ও ফিলাকা খাতুন এর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ফারায়েজ সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ চলছিল।

পরিবারের অভ্যন্তরীণ সমঝোতার অংশ হিসেবে চার বোনের অংশ ১২ লাখ টাকায় দুই ভাইয়ের কাছে বিক্রির সিদ্ধান্ত হয় এবং সেই অনুযায়ী বোনেরা অগ্রিম অর্থও গ্রহণ করেন। তবে সম্প্রতি বড় বোন রাবিয়া খাতুনের মৃত্যুর পর একই গ্রামের দুলু মিয়া গোপনে ও প্রতারণার মাধ্যমে দুই বোন ও এক ভাগ্নের কাছ থেকে ওই সম্পত্তি ক্রয় করে নিয়েছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়, দুলু মিয়া বেলগাছি মৌজার আরএস খতিয়ান নং ২৫-৭৮৫২, দাগ নং ১৬৭৩৯, ১৬৫২৪ ও ১৬৫২৫ মোট ১৬.৮৪ শতক জমি স্থানীয় বেগম, ওল্টু, মন্টু, বিলকিছ, রেশমা ও ইকবালের কাছ থেকে ক্রয় করেন। তবে ওই জমি বাস্তবে ভুক্তভোগী মিঠু ও সৌখিনের দখলে রয়েছে।

মিঠু আলী জানান, শনিবার সকালে তাঁরা জমি বিক্রির বিষয়ে সত্যতা যাচাই করতে গেলে দুলু মিয়া ও তাঁর লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। কিল-ঘুষি ও লাঠিসোটা দিয়ে মারধর করে আহত করা হয় এবং অশালীন গালাগালসহ হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

স্থানীয়দের বরাতেও জানা যায়, এর আগে দুলু মিয়া বেলগাছি পূর্বপাড়ায় মৃত সৈয়দ মণ্ডলের ছেলে ইদু ও মৃত ওমর আলীর ছেলে ফকির চাঁদের জমি প্রতারণার মাধ্যমে ক্রয় করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ভুক্তভোগীরা বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগদখল করে আসছি। দুলু মিয়ার এই গোপন লেনদেন আমাদের ন্যায্য অধিকারে আঘাত করেছে। আমরা প্রতারণা ও অবৈধ ক্রয়ের বিচার দাবি করছি।

এ ঘটনায় স্থানীয়ভাবে উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে পুলিশ এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পায়নি বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় ধানকাটাকে কেন্দ্র করে জামাই-শশুর সংঘর্ষ

আলমডাঙ্গায় ধান কাটাকে কেন্দ্র করে শ্বশুর–জামাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় তিন প্রতিবেশী। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হলেও ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে নিরীহ প্রতিবেশীদের আসামি করে মামলা করায় এলাকায় ক্ষোভ ও সমালোচনা দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার জাহাপুর গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নাগদাহ ইউনিয়নের ভেদামারি গ্রামের হবি মোল্লার ছেলে তালেবের সঙ্গে জাহাপুর গ্রামের হারেজ আলীর মেয়ে কাকলীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই তাদের দাম্পত্য জীবনে কলহ চলতে থাকে। একাধিকবার তালাক–পুনর্বিবাহ হলেও শেষ পর্যন্ত তালেব এক মাস আগে কাকলীকে ডিভোর্স দেন। এ ঘটনার পর থেকেই শ্বশুর হারেজ আলী ও জামাই তালেবের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়।

চলতি আমন মৌসুমে হারেজ দেড় বিঘা জমিতে ধান চাষের সুযোগ দেন জামাই তালেবকে। গত মঙ্গলবার দুপুরে তালেব ওই জমির ধান কাটতে গেলে স্ত্রী কাকলী ও তার বোন শ্যামলী বাঁধা দেন। পরে রাত সাড়ে ৭টার দিকে হারেজ ধান কাটা মেশিন নিয়ে জমিতে গেলে খবর পেয়ে তালেব লোকজন নিয়ে সেখানে পৌঁছান। এসময় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

অন্যদিকে, জমি নিয়ে হারেজ আলীর সঙ্গে প্রতিবেশী আব্দুল হান্নান, দেলোয়ার ও মোশারেফসহ কয়েকজনের দীর্ঘদিনের বিরোধ রয়েছে। ১৯৯৫ সালে এক একর ৫৭ শতক জমি নিয়ে মামলা হলেও ২০০১ সালে আদালত তা নিষ্পত্তি করে। এরপর ২০১৫ সালে হারেজ পুনরায় একই জমি নিয়ে মামলা করেন।

এ বিষয়ে স্থানীয়রা জানান, গত মঙ্গলবারের শ্বশুর–জামাই সংঘর্ষ ছিল সম্পূর্ণ পারিবারিক বিষয়। অথচ সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জমি

বিরোধের সুযোগে প্রতিবেশী হান্নান, দেলোয়ার ও মোশারেফকে মামলায় আসামি করা হয়েছে। এতে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, হারেজ আলী ও তার পরিবার দুধর্ষ স্বভাবের। তারা অতীতেও বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে হয়রানি করেছেন। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে সমালোচনা চলছে।

বিএনপির দুই পক্ষের ৫ কর্মী আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে রাজনৈতিক কথাকাটাকাটিকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই গ্রুপের সৃষ্ঠ সংঘর্ষে পাঁচ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, মুজিবনগরের রতনপুর গ্রামের হাসমত খাঁ’র ছেলে মো: জসিম উদ্দীন (৪০), আরোজ আলীর ছেলে শেরেগুল ইসলাম (৪২), মতেহার আলীর ছেলে জাহান আলী (৪৩) ও আসমত আলীর ছেলে আব্দুর রশিদ ও হোটেল মালিক জানসুরাত (৫০)।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারাগঞ্জ বাজার সংলগ্ন মায়ের দোয়া হোটেলের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

আহতদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসাপতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ত্যক্ষদর্শিরা জানান, কেদারাগঞ্জ বাজার সংলগ্ন মায়ের দোয়া হোটেলের সামনে জসিম উদ্দীন, শেরেগুল ইসলাম, আব্দুর রশিদ ও জাহান আলী অপরপক্ষে মোঃ ইয়াসিন (৪০ বোরহান (৪২), সাগর (২২) আশিক(৩০), দিদার (৩৫) ও সহোদর ভাই রুবেল এবং ছগির হোসেনের মধ্যে এলাকায় অধিপত্য বিস্তার নিয়ে বাকবিতন্ডা হয়। বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে উভয়

পক্ষে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। হোটেল মালিক জানসুরাতকে মারধর করে এই ঘটনার জের ধরে দ্বিতীয় দফায় লাঠিশোঠা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষ চলাকালিন সময়ে পাঁচজন আহত হন।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। সংঘাত এড়াতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে, এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। বর্তমানে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভোটের দিন সকালে কেন্দ্রে যাবে ব্যালট পেপার

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের দিন সকালে ভোটগ্রহণ শুরুর আগে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে ব্যালট পেপার। সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) এ সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (সিসি)।

পরিপত্রে জানানো হয়েছে, ভোটগ্রহণের দিন সকালে অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপার পৌঁছানোর জন্য কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে পার্বত্য, হাওর, বাওর, চর বা দ্বীপাঞ্চল বা অনুরূপ দুর্গম প্রত্যন্ত এলাকায় ভোটের দিন সকালে ব্যালট পেপার পৌঁছানো সম্ভব হবে না। তাই সেসব ভোটকেন্দ্রে কখন পাঠানো হবে, তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের আলোকে রিটার্নিং অফিসার স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করবেন।

পরিপত্রে আরও জানানো হয়েছে, প্রয়োজন অনুসারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে বিভাগ ও আঞ্চলিক বা জেলা পর্যায়ে নির্বাচনি দ্রব্যাদি পরিবহনে বিশেষ নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিভাগ ও আঞ্চলিক পর্যায় হতে জেলা সভায় এবং জেলা পর্যায় হতে উপজেলা পর্যায়ে দ্রব্যাদি পরিবহন ও বিতরণে অনুরূপ নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এবারের সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র ৪২ হাজার ১০৩টি। ভোটার সংখ্যা ১১ কোটি ৯৬ লাখ ৯১ হাজার ৬৩৩ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৭ লাখ ৭১ হাজার ৫৭৯ জন এবং নারী ভোটার ৫ কোটি ৮৯ লাখ ১৯ হাজার ২০২ জন। আর হিজড়া ভোটার রয়েছেন ৮৫২ জন।

নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করবেন চার লাখ ছয় হাজার ৩৬৪ জন প্রিজাইডিং অফিসার, দুই লাখ ৮৭ হাজার ৭২২ জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পাঁচ লাখ ৭৫ হাজার ৪৪৩ জন পোলিং অফিসার, মোট নয় লাখ নয় হাজার ৫২৯ জন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা।

সূত্র: ইত্তেফাক